দৈনিক ইনকিলাব

12

তারিখ 19 MAR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

# মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ঘাপলা

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

চলতি শিক্ষাবর্ষে দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ না দিয়ে অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপের কারণে পরীক্ষায় সম্মানজনক নম্বর না পেয়েও ভর্তি হয়েছে।

৮টি মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ২শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮ জন ভর্তি হয়েছে। ১শ' ৯২টি আসন এখনো পূরণ হয়নি। ইতিপূর্বে শূন্য আসনের জন্যে 'ওয়েটিং লিস্ট' রাখা হত। কিন্তু এবার তা করা হয়নি। চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্যে ১১ হাজার ৭শ' ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছিল।

একটি সূত্র জানিয়েছে, লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির ব্যাপার চূড়ান্ত করা হয়।

৭-এর পৃঃ দেখুন

## মেডিকেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাপলার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রভাবশালী মহল ও কলেজগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টরা নিজেদের পরিচিত ও আত্মীয়-স্বজনদের এবার ঢালাওভাবে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছেন। সূত্র বলছে, পরীক্ষার খাতা দেখার সময় এমন অনেক খাতা ছিল যেগুলোতে কোন নম্বর দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র সাংকেতিক চিহ্ন দেয়া হয়েছিল। পরে এসব খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে ভর্তি করার পথ সুগম করা হয়। জনৈকা ছাত্রী শতকরা ৪৯ দশমিক ১৫ নম্বর পাওয়ার পর তাকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে, উক্ত ছাত্রী শতকরা ৬৯ দশমিক ৯০ নম্বর পেয়েছে।

ঘটনাটি ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের। ১শ' ৫০ জন ভর্তির পরও কম নম্বর পাওয়া ছাত্রীকে ভর্তির কারণ জানতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন জবাব দেননি। নির্দিষ্ট আসনের পরিবর্তে ১ জন বেশী ভর্তি করানোর ব্যাপারে কলেজের একটি সূত্র জানায়, উক্ত ছাত্রীই নয় অনেকেই একই কায়দায় এবার এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

নিজেদের আত্মীয়-স্বজন কম যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার পরও পড়ালেখার সুযোগ তৈরী করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রভাবশালী ও অদৃশ্য শক্তিধর লোকদের আত্মীয়রা ভর্তি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, প্রকৃত মেধাসম্পন্ন অনেক ছাত্র-ছাত্রী ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'ওয়েটিং লিস্ট' না রাখা প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু'সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল ঘোষণার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এমবিবিএস পরীক্ষা শেষে কবে ফলাফল প্রকাশ হবে তা নিশ্চিত নয়। অনেক পরীক্ষার্থীর অভিযোগ, পরিচিত আত্মীয়-স্বজনকে বেশী নাম্বার দিয়ে পাস করিয়ে দেয়া মেডিকেল কলেজগুলোর একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।